RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে একাধিক পরিকল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পুজোর আগে উন্নয়নের কাজে আরও গতি আনার কথা জানালেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন। ২০ আগস্ট মঙ্গলবার কোচবিহার শহরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। তার আগে কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরে একটি বৈঠকও করেন তিনি। সেখানে কোচবিহরের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা ছাড়াও বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। উদয়ন জানান, পুজোর আগেই উত্তরবঙ্গ জুড়ে ৪০০ কোটি টাকার কাজ শুরু হবে। তার মধ্যে ১১০ কোটি রয়েছে কোচবিহারের জন্য। কোচবিহারের কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। তিনি বলেন, "ভোটে পরাজিত হয়ে বিরোধী কিছু দল বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করতে আলাদা রাজ্যের কথা বলে বা কেউ দাবি করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের। উত্তরপূর্বের কোনও রাজ্যে এমন দাবি তো শোনা যায় না। সেখানে কি কোনও সমস্যা নেই?"

আলাদা রাজ্যের দাবি ঘিরে মাঝে মধ্যেই সরগরম হয়ে ওঠে কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গ। গ্রেটার কোচবিহারের মতো সংগঠন তো বটেই বিজেপির একাধিক সাংসদ-বিধায়কের মুখেও এমন দাবির কথা শোনা গিয়েছে। বিজেপির বড় অংশ অবশ্য মনে করে, অনুন্নয়নের জন্যেই উত্তরবঙ্গে আলাদা রাজ্যের দাবি ওঠে। উদয়ন এদিন দাবি করেন, উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই চিন্তা ভাবনা করছেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর থেকে গত ১২ বছরে সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এ বছরও কোচবিহার জেলার জন্য ইতিমধ্যে ১১০ কোটি টাকার টেন্ডার হয়ে গেছে। চলতি বছরের মধ্যে ওই কাজ শেষ করা হবে। ওই কাজের মধ্যে রয়েছে রাস্তা, ছোট সেতু, কালভার্ট। কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকায় একটি ক্লাব হাউস করে দেওয়া হচ্ছে। এবিএনশীল কলেজে আধুনিক অডিটরিয়াম করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের সব জেলা মিলিয়ে ৪০০ কোটি টাকার কাজ করা হবে। পুজোর আগেই সমস্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করা হবে। ওই প্রক্রিয়ার পরে নতুন করে আরো ৪০০ থেকে ৪৫০ কোটি টাকার কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের আরও যেসব দফতর রয়েছে সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের কাজ করা হচ্ছে। উদয়ন গুহ মঙ্গলবার কোচবিহার জেলাশাসকের অফিসে একাধিক দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন। তিনি বলেন, "উত্তরবঙ্গ নিয়ে অনেকেই আলাদা রাজ্যের স্বপ্ন দেখেন। তারা মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেন উন্নয়ন ঠিকমতো হচ্ছে না।" বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেন, "অনুন্নয়নের ছাপ চারদিকে। উত্তরবঙ্গের কি অবস্থা তা চোখে সবাই দেখছে। মুখেই শুধু উন্নয়নের কথা বলা হয়, কাজে নয়। উন্নয়ন হলে কোনও দাবিই উঠবে না।"

মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছেন, দাবি উদয়নের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজি কর কান্ডে অভিযুক্তদের ফাঁসি চেয়ে এবারে লক্ষাধিক মানুষের মিছিল করল তৃণমূল। ২৪ আগস্ট শনিবার কোচবিহার শহরে ওই মিছিল হয়। রাসমেলার মাঠে গোটা জেলা থেকে কর্মী-সমর্থকদের সেখানে হাজির করানো হয়। সেখানে একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কর্মী-সমর্থকদের জমায়েত করতে চার হাজার গাড়ি ভাড়া করানো হয়। মিছিলের ভিড়ে গোটা এলাকায় যানজট তৈরি হয়। চরম হয়রানির মুখে পড়তে হয় সাধারণ মানুষদের। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, বিধায়ক পরেশ অধিকারী, বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ, হিতেন বর্মণের নেতৃত্ব। মিছিলের পর একটি সভাও হয়। সেখান থেকে সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন উদয়ন। তিনি বলেন, "সিবিআই তদন্তভার হাতে নেওয়ার পরে এগারো দিন পার হয়ে গিয়েছে। নতুন করে গ্রেফতার হয়নি। তদন্তের কি অগ্রগতি হয়েছে তা জানানো হচ্ছে না। সিবিআই অঙ্ক শেখেনি। ওঁরা রবীন্দ্রনাথের নোবেল উদ্ধার করতে পারেনি। ওদের কাছে গাদা গাদা মামলা পড়ে থাকে। কেন্দ্রীয় নেতারা যা শিখিয়ে দেয় তার বাইরে কথা বলার ক্ষমতা নেই। ওরা তোতা পাখি। সিবিআই তদন্তটাকে ধীরে চালিয়ে সিপিএম-বিজেপিকে সুযোগ করে দিতে চায়। গ্রামের মানুষ যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যাযের সঙ্গে আছেন তা প্রমাণ করে দিয়েছে কোচবিহারের এই মিছিল। গ্রামের মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে।" তিনি আরও বলেন, "রাজ্য পুলিশ ঘটনার পরেই একজনকে গ্রেফতার করে। সিবিআই এক থেকে দুই করতে পারেনি।"

রাজনৈতিক মহলের অবশ্য বক্তব্য, আরজি কর কান্ডে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে রাজ্যের শাসক দল। সেই অবস্থা থেকে ফিরতেই নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করতে নামে তৃণমূল। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "আরজি কর কান্ডে প্রথম থেকেই পুলিশ ও রাজ্য সরকারের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। পয়সা দিয়ে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা হয়েছে। এখন গ্রাম ও শহর কোনও এলাকার মানুষ এখন কেউই রাজ্যের শাসক দলের সঙ্গে নেই। এমন শক্তি প্রদর্শনেও কোনও লাভ হবে না।" আরজি কর কান্ডের পর কোচবিহারে দফায় দফায় প্রতিবাদ মিছিল হয়েছে। সেই মিছিলের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের ডাকে হয়েছে। ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে মেয়েদের মিছিলে কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। তৃণমূলের আশংকা তৈরি হয়, সাধারণ মানুষের ওই ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে বিরোধীরা চাঙ্গা হয়ে উঠছে। আর তাতেই পাল্টা পথে নামে রাজ্যের শাসক দল। এদিন গোটা জেলা থেকে কয়েক হাজার গাড়িতে কর্মী-সমর্থকদের কোচবিহার শহরের রাসমেলার মাঠে নিয়ে আসে তৃণমূল। সেখানে মঞ্চ বাঁধা হয়। মিছিলের পর সেই মঞ্চ থেকেই বক্তব্য রাখেন তৃণমূল নেতারা। তৃণমূলের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, "আরজি কর কান্ড নিয়ে এখন বিরোধীরা শান্তি ও প্রতিবাদের কথা বলছে না। তাদের উদ্দেশ্য জোর করে ক্ষমতা দখল। ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছে বিরোধীরা। তার প্রতিবাদেই আমাদের মিছিল। আরজি কর কান্ডে অভিযুক্তদের আমরা ফাঁসি চাই।" প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করব বাম আমলে কোচবিহারে নার্স ধর্ষণ ও খুনের মামলার নতুন করে তদন্ত শুরু করা হোক।" এছাড়াও তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বক্তব্য রাখেন। তাঁরা বলেন, "আমরা ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত ফাঁসির দাবি করছি।" উপস্থিত ছিলেন পার্থপ্রতিম রায়, পরেশ অধিকারী। তৃণমূলের মিছিলে কার্যত শহর স্তব্ধ হয়ে যায়।

বনধ-অবরোধে দুর্ভোগ কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে বনধ ও অবরোধকে ঘিরে দিনভর কোচবিহারে দুর্ভোগে পড়লেন মানুষ। ১৬ আগস্ট শুক্রবার রাজ্য জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল এসইউসিআই। বিজেপি নেতৃত্ব এদিন দুপুর ২ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত অবরোধের ডাক দেয়। বনধের মিশ্র প্রভাব দেখা যায় কোচবিহারে। ওইদিন সকাল থেকেই দুই জেলায় সরকারি বাস চলেছে। অফিস-আদালত, স্কুল খোলা ছিল। বেসরকারি বাস রাস্তায় সেভাবে দেখা যায়নি। দোকানপাট কিছু জায়গায় খোলা ছিল, কিছু জায়গায় বন্ধ দেখা যায়। কোচবিহারে এদিন সকাল থেকে আন্দোলনে নামে এসইউসিআই। সুনীতি রোডে মিছিল বের করে গাড়ি চলাচলে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। সেই সঙ্গে সাগরদিঘি পাড়ে একাধিক সরকারি অফিসের সামনেও বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বনধ সমর্থনকারীরা। দফায় দফায় কোচবিহারে মিছিল বের হয়। কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ময়দানে নামে। দফায় দফায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। দিনহাটায় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রোড এলাকায় দলীয় কার্যালয় থেকে ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল বের হয়। পুলিশবাহিনী বনধ সমর্থকদের আটকে দেয়। পুলিশের সাথে ধর্মঘট সমর্থক এসইউসিআই কর্মীদের রাস্তাতেই ধস্তাধস্তি হয়। তুফানগঞ্জে অবশ্য বনধের তেমন প্রভাব পড়েনি। এদিন বনধের সমর্থনে এসইউসিআই কর্মীরা পথে নামলে তুফানগঞ্জ মোড় এলাকায় তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। যদিও আহতের কোনও খবর নেই। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, অশান্তি তৈরির চেষ্টার অভিযোগে ১১৫ জন বনধ সমর্থনকারীকে গ্রেফতার করা হয়। এসইউসিআই নেতা নেপাল মিত্র বলেন, "সাধারণ মানুষ বনধকে পুরোপুরি সমর্থন করেছেন। পুলিশ জোরজুলুম করে বনধ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেও লাভ হয়নি।"

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর পক্ষ থেকে

আর্থিকভাবে অসমর্থ ও অবসরপ্রাপ্ত/শারীরিকভাবে অক্ষম পেশাদার যাত্রা শিল্পী ও কলাকুশলীদের জন্য

২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরে এককালীন অনুদান

বিজ্ঞপ্তি

ষাটোর্ধ্ব, আর্থিকভাবে অসমর্থ ও অবসরপ্রাপ্ত পেশাদার যাত্রা শিল্পী ও পেশাদার কলাকুশলী যিনি পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী এবং বর্তমানে আর্থিক দুরবস্থায় রয়েছেন এককালীন আর্থিক অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া বয়স ষাট বছরের কম অথচ দুর্ঘটনা বা অন্য কোনো কারণে শারীরিক অক্ষমতার জন্য পেশাদার যাত্রা করতে পারেন না এমন শিল্পী বা কলাকুশলীরা উপযুক্ত প্রমাণসহ এই অনুদান পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। গত ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে অনুদান পেয়েছেন তাদেরও পুনরায় আবেদন করতে হবে। আবেদন করার জন্য https://www.wbicad.in ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজনীয় ফর্ম ডাউনলোড করুন।

বিস্তারিত জানতে প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারেন, দূরভাষ ঃ ০৩৩ ২৫৩০ ৪৫৬২।

আবেদনপত্রটি ডাকযোগে অথবা সশরীরে সংশ্লিষ্ট মহকুমা/জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দপ্তরে জমা দিতে হবে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, ৭৬/১, বাগবাজার স্ট্রীট, কলকাতা- ৭০০০০৩, দূরভাষ- ০৩৩ ২৫৩০-৪৫৬২ এই ঠিকানায় আবেদনপত্র সরাসরি জমা দেওয়া যাবে। সর্বক্ষেত্রে আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ঃ ২৫-০৯-২০২৪। যে কোন ক্ষেত্রেই তথ্য যাচাই করা বা অনুসন্ধানের অধিকার পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির থাকবে।

বনধে নিগমের লাভের আশা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এসইউসিআইয়ের ডাকা বনধে লাভের মুখ দেখবে বলে আশা করছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। বুধবার সন্ধ্যে ৬ টার পরে এমনটাই আশা করছে নিগম। নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, এমনিতে ধর্মঘটের দিন ক্ষতির মুখ দেখতে হত নিগমের। কারণ, ধর্মঘটের দিন বাস ভাঙচুরের একাধিক ঘটনা সামনে আসত। তাতে সবমিলিয়ে শেষ অঙ্কে লোকসানের মুখেই পড়তে হত নিগমকে। এবারে অবশ্য বাস ভাঙচুরের কোনও অভিযোগ নেই। উল্টে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের নিগমের বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। নিগম সূত্রেই জানা গিয়েছে, এদিন সাধারণ দিনের তুলনায় পঁচিশটি বাস বেশি চলেছে। নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "সাধারণত প্রতিদিন পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মতো টিকিট বিক্রি হয়। এদিন তা পেরিয়ে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। পুরো হিসেব হওয়ার পর সে বিষয়ে আরও নিশ্চিত হওয়া যাবে।"

খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: জেলাশাসক ও খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন খাদ্য দপ্তরের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান পুন্ডরিকক্ষ সাহা। শুক্রবার দুপুরে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে প্রশাসনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে চেয়ারম্যান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, বিধায়ক জুয়েল মুর্মু সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। জেলাশাসক বলেন, বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হয় প্রশাসনিক ভবনে। সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। বৈঠকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে আরো কি উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত তা নিয়ে আলোচনা করা হয় বৈঠকে। বর্তমানে খাদ্যশস্য মজুদ রাখার জন্য মালদা জেলায় রয়েছে ২২ টি গোডাউন। নতুন করে পাঁচ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য মজুদ রাখার জন্য সামসি এলাকায় নতুন গোডাউন তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে খাদ্য দপ্তর। এর পাশাপাশি ভুয়ো রেশন কার্ডের বিরুদ্ধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানান স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান পুন্ডরিকক্ষ সাহা।

এবারে আরজিকর কান্ডে শাস্তি চেয়ে আন্দোলন অব্যাহত কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: স্লোগান-কবিতা-গানে-ছবিতে আর জি কর কান্ডের প্রতিবাদ জোরালো হচ্ছে কোচবিহারে। প্রায় প্রতিদিন কোচবিহারে কোনও না কোনও সামাজিক সংগঠন, ছাত্রছাত্রীরা, অভিভাবকরা আন্দোলনে সামিল হচ্ছেন। দিন কয়েক আগে দিনভর ছাত্রছাত্রীদের 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' স্লোগানে মুখরিত হয়ে থাকল শহর কোচবিহার। ওইদিন দুপুরে কোচবিহার পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে জড়ো হন একটি আইন কলেজের ছাত্রছাত্রীর। তাঁরা সেখান থেকে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেন। বিকেলের দিকে পর পর দুটি মিছিল বের হয় কোচবিহারে। কোচবিহার জেনকিন্স হাইস্কুলের সামনে থেকে মিছিল বের করে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। তাঁরা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে অংশ নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন। আরেকটি মিছিল বের হয় নিউটাউন থেকে। একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা ওই মিছিলে হেঁটেছেন। প্রায় প্রত্যেকের মুখে ছিল একই কথা। অনেকেই বলেন, "আমরা চাই দ্রুত অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হোক। সেই সঙ্গে চরমতম শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক, যাতে আগামীদিনে এমন ঘটনার সাহস আর কেউ করে উঠতে না পারে।"

আরজিকর কান্ডের প্রতিবাদে গোটা রাজ্য তোলপাড় হতে শুরু করে। যা থেকে বাদ যায়নি কোচবিহার। ১৪ অগষ্ট মধ্য রাতে কোচবিহারের সাগরদিঘি পাড়ে হাজার হাজার মহিলার জমায়েত হয়। অংশ নেন অনেক পুরুষরাও। সেই মধ্যরাতে মহিলাদের কারও হাতে প্ল্যাকার্ড, কারও হাতে, মশাল, কারও হাতে মোমবাতি ছিল। এমন মিছিল আগে কখনও দেখেনি কোচবিহার। শুধু কোচবিহার জেলা শহরে নয়, মহকুমা শহরগুলিতেও একই দৃশ্য চোখে পড়ে। কোনও পতাকা ছাড়া, কোনও রাজনৈতিক দলের ডাক ছাড়া কি করে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হল সেই চর্চা এখনও চলছে। তারই মধ্যে আবার ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় নামতে শুরু করেছেন। কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুলের সামনে মিছিলে অংশ নেওয়া এক ছাত্রী বলেন, "কেন একজন মহিলা চিকিৎসককে এভাবে ধর্ষণ করে খুন করা হল? খুনিরা কোথায়? তাদের দ্রুত গ্রেফতার করে চরমতম শাস্তি দিতে হবে। আমাদের মেয়েদের নিরাপত্তা দিতে হবে।" ছবি এঁকে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন চিত্রশিল্পী শ্রীহরি দত্ত। তিনি বলেন, "এমন ঘটনার প্রতিবাদ সর্বস্তরে হওয়া উচিত। যতক্ষন না অভিযুক্তরা শাস্তি পাচ্ছে আন্দোলন চলবে।"

প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ রুখতে ফের ময়দানে নামবে পুরসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: একসময় প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল টানা অভিযান। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা তো বটেই, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ নিজে এক বাজার থেকে আরেক বাজারে ঘুরে বেড়িয়েছেন। শুরু হয়েছিল জরিমানাও। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তা আবার বন্ধ হয়ে যায়। কেন অভিযান মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল, তা নিয়ে অবশ্য নানা প্রশ্ন রয়েছে। তারই মধ্যে ফের প্লাস্টিক নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে নতুন করে ময়দানে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোচবিহার পুরসভা। অভিযোগ, রয়েছে বর্তমানে প্রায় সব বাজারে রমরমিয়ে চলছে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ। কেউ কোনও সচেতনতা বার্তা বা বিধিনিষেধকে গুরুত্ব দিচ্ছে না বলেই অভিযোগ। হাতে গোনা কিছু ক্রেতা-বিক্রেতা রয়েছেন যারা এখনও প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ ব্যবহার করেন না। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, থার্মোকল মানুষের ক্ষতি করে চলেছে। পরিবেশের ক্ষতি করে চলেছে। এই দূষণের ফলে নানারকম রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন মানুষ। তা নিয়ে আমরা কয়েক দফায় সচেনতার বার্তা দিয়েছি। কিছু বিধিনিষেধও করা হয়। তারপরেও প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ ব্যবহার কমেনি। আবারও তা নিয়ে ধারাবাহিক অভিযান চালানো হবে।"

শিশুকন্যাকে যৌন হেনস্থা ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরজি কর কান্ডের মধ্যেই শিশু কন্যাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের একটি গ্রাম। ২৭ আগস্ট সোমবার বিকেলে ওই ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে একদল জনতা। রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তারপরেও বিক্ষোভ অবশ্য থামেনি। অভিযোগ, ওইদিন নয় বছরের এক শিশুকন্যাকে এক ব্যক্তি যৌন হেনস্থা করে। ওই শিশু কোনও ভাবে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে বাড়িতে ঘটনাটি জানায়। এর পরেই বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ শুরু করে। আরজি করের ঘটনা নিয়ে এমনিতেই ক্ষুব্ধ ছিলেন মানুষ। এর মধ্যে ওই ঘটনায় ক্ষুব্ধ মানুষ একাধিক জায়গায় ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মঙ্গলবার সকাল থেকে ফের ওই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। সকালে ওই ঘটনার প্রতিবাদে একটি মিছিলে বের হয়। তা থেকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ আগে থেকে সেখান টহলে থাকায় পরিস্থিতি কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে ঘটনার প্রতিবাদে কোচবিহারে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। বিজেপির তিন বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে, মিহির গোস্বামী এবং মালতী রাভা রায় ওই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ওইদিন গ্রামেই বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। ক্ষুব্ধ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। তাতে এবিভিপির নেতা দীপ্ত দে মাথায় চোট পান। তাঁকে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অভিযুক্তের শাস্তির দাবি করেন তারা। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানায়, অভিযুক্ত গ্রেফতার হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করা হয়েছে। নিখিলরঞ্জন বলেন, "এমন ঘটনা আর মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে প্রত্যেককে রাস্তায় নামতে হবে। পুলিশকে আরও সক্রিয় হতে হবে।

কর্মবিরতির জেরে রোগী কমছে হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: হাসপাতালের বর্হিবিভাগ প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। কোনোদিন সমস্ত চিকিৎসকরাই দিনভর কর্মবিরতিতে থাকছেন। কোনোদিন জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি চলছে। যার ফলে একাধিক চিকিৎসকের দেখা মিলছে না বর্হিবিভাগে। তবে দিন কয়েক থেকে তুলনামূলকভাবে কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল। এমন অবস্থায় হাসপাতালের বর্হিবিভাগে কমতে শুরু করেছে রোগীর সংখ্যা। মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে যেখানে আড়াই থেকে তিনি হাজার রোগী হত হাসপাতালে। এখন তা কমে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। হাসপাতালের উপরে ভরসা হারিয়ে মানুষ এখন বেসরকারি জায়গায় ছুটছেন বলেও অভিযোগ করছেন অনেকে। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদ বলেন, "কর্মবিরতির জেরে কিছু সমস্যা হচ্ছে তা অস্বীকার করার কিছু নেই। তবে আমরা চেষ্টা করছি মানুষ যাতে পরিষেবা পান। সোমবার আমাদের বর্হিবিভাগ ভালো ভাবেই চলেছে।"

কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এই অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। শুধু কোচবিহার নয়, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির একটি অংশ এবং অসম থেকেও প্রচুর মানুষ ভিড় করেন ওই হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রেই জানা গিয়েছে, প্রতিদিন আড়াই থেকে তিন হাজার মানুষ ভিড় করেন ওই হাসপাতালের বর্হিবিভাগে। অন্তর্বিভাগে প্রতিদিন পাঁচ শতাধিক রোগীর চিকিৎসা চলে। গত কয়েকদিন ওই প্রতিষ্ঠানের সুনামে অনেকটা ধাক্কা পড়েছে। আরজি কর কান্ডের প্রতিবাদে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজেও শুরু হয় আন্দোলন। কর্মবিরতি শুরু হয়। আর তার জেরে বর্হিবিভাগে কমতে শুরু করে চিকিৎসকের সংখ্যা। সোমবার ভবানীগঞ্জ বাজার সংলগ্ন জায়গায় এক চোখের রোগী বলেন, "আমি বেশ কয়েকদিন ধরে হাসপাতালে চোখ দেখানোর চেষ্টা করেছি, ডাক্তার পাইনি। বাধ্য হয়ে প্রাইভেট চেম্বারে ডাক্তার দেখাতে এসেছি।" এমন অবস্থার মধ্যে এদিন সমস্ত মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে ভিডিয়ো বৈঠক করছেন স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম। এই অবস্থার হাত থেকে কি করে বেরিয়ে আসতে হবে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তা নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও রাস্তা বের হয়নি।

দিনহাটায় গুলিবিদ্ধ এক গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: রাতের অন্ধকারে এক গৃহবধূকে গুলি করার অভিযোগ উঠে আগস্ট শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের দিনহাটা থানার পেটলায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গৃহবধূকে প্রথমে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কোচবিহারের বেসরকারি একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করানো হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর থেকে গৃহবধুর স্বামী সঞ্জীব বর্মণ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। রাতেই পুলিশ ওই গ্রামে গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ওই ঘটনার পেছনে তার স্বামীর হাত রয়েছে বলে সন্দেহ করছে পুলিশ। পুলিশ আরও মনে করছে, পারিবারিক কোনও বিবাদের জেরে এমন ঘটনা ঘটেছে। কোচবিহারের এক পুলিশ কর্তা বলেন, "ঘটনার তদন্ত করা শুরু করা হয়ে হয়েছে। খুব শীঘ্রই গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে।" পুলিশ সূত্রেই জানা গিয়েছে, ১৮ আগস্ট শনিবার কোচবিহারের বেসরকারি একটি নার্সিংহোমে গৃহবধূকে অস্ত্রোপচারের পর গুলি বের করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ওইদিন সন্ধ্যায় বাড়িতেই ছিলেন ওই গৃহবধূ। রাত ১১ টা নাগাদ কয়েকজন প্রতিবেশী তাকে বাড়ির সামনেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। পরে তাকে দিনহাটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিবেশীদের কয়েকজন বলেন, "কিভাবে ওই ঘটনা হল, কারা গুলি করল বুঝতে পারলাম না।" স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কৃষিকাজ করে দিন চলে ওই গৃহবধূদের। সংসারে অভাব রয়েছে। ঘটনার দিন সন্ধ্যেবেলা গৃহবধূর স্বামীকে বাড়িতে দেখেন প্রতিবেশীরা। স্ত্রী গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তার কোন খোঁজ নেই।

ভারতে কৃষিকাজের জমির প্রস্তুতিতে বিপ্লব ঘটাচ্ছে মাহিন্দ্রা

শিলিগুড়ি: মাহিন্দ্রা ফার্ম ইকুইপমেন্ট সেক্টর, বিশ্বের বৃহত্তম ট্র্যাক্টর প্রস্তুতকারক, তার বিস্তৃত পরিসরের রোটাভেটরের মাধ্যমে ভারতীয় কৃষকদের জন্য চাষের জমি তৈরির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করছে। এই রোটাভেটরগুলি কঠোর গবেষণা ও উন্নয়ন দলের পরিশ্রমের সাহায্যে ডিজাইন এবং পরীক্ষা করা হয়েছে। মাহিন্দ্রা, দেশ জুড়ে প্রতিটি কৃষি অবস্থার জন্য সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং জীবন নিশ্চিত করতে কৃষকদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে। ভারতে তৈরি, এই রোটাভেটরগুলি পাঞ্জাবের নাভাতে একটি নিবেদিত ইউনিটে তৈরি করা হয়েছে। এই রোটাভেটর প্রযুক্তিটি উন্নতমানের জমি তৈরির একটি সরঞ্জাম, যা সময় এবং শ্রমকে অপ্টিমাইজ করার পাশাপাশি, বীজতলার গুণমান উন্নত করে, আগাছা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মাটির অবস্থার উন্নতি ঘটে। এই প্রযুক্তিগুলি ১৫ থেকে ৭০ এইচপি পর্যন্ত ট্রাক্টরগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কম জ্বালানী খরচ এবং স্থায়িত্বের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, শক্ত মাটির পরিস্থিতিতে দীর্ঘজীবনের জন্য 'বোরোব্লেডস' নামক একটি বিশেষ ইস্পাত খাদ থেকে তৈরি ব্লেডগুলির সাথে। শুধু তাই নয়, কোম্পানি একটি 'ইন্টেলিজেন্ট রোটাভেটর'ও চালু করছে যা একটি অ্যাপের মাধ্যমে তার ব্যবহারকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে ব্লুটুথ প্রযুক্তির ব্যবহার করে। মাহিন্দ্রার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করে মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা লিমিটেডের হেমন্ত সিক্কা - প্রেসিডেন্ট, ফার্ম ইকুইপমেন্ট সেক্টর জানিয়েছেন, "মাহিন্দ্রা ভারতের জন্য রোটাভেটর প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে, যার লক্ষ্য কৃষিকাজের জন্য জমিকে রূপান্তরিত করা এবং জীবনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি, আধুনিক খামার সরঞ্জাম বিশ্বব্যাপী উৎপাদনশীলতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করে চলেছে।"

গ্লাইসেমিক হ্যাপিনেস সচেতনতা উদ্যোগে ডঃ রেড্ডি'স-এর ভূমিকা

কলকাতা: ডঃ রেড্ডি'স ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড ১৬২ বর্গ মিটার বিস্তৃত সর্ববৃহৎ ব্রোশার মোজাইক (লোগো) ইনস্টলেশন তৈরি করার জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড অর্জন করেছে। এই কৃতিত্বটি কোম্পানির গ্রাউন্ডব্রেকিং গ্লাইসেমিক হ্যাপিনেস সচেতনতা উদ্যোগের অংশ, যার লক্ষ্য ভারত জুড়ে ৩০,০০০ টিরও বেশি ডায়াবেটিস রোগীর মনস্তাত্ত্বিক সুস্থতায় সহায়তা করা। এই উদ্যোগটি 'গ্লাইসেমিক হ্যাপিনেস' গুরুত্ব তুলে ধরেজা, এটি একটি ধারণা যা এন্ডোক্রিনোলজিস্ট এবং ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে। ডাঃ রেড্ডি'স একটি অনন্য 'গ্লাইসেমিক হ্যাপিনেস স্কেল' প্রবর্তন করেছেন স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের ডায়াবেটিস রোগীদের মানসিক এবং মানসিক অবস্থার পরিমাপ করতে সাহায্য করার জন্য, যা সামগ্রিক ডায়াবেটিস ব্যবস্থাপনার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে। কলকাতার স্বাস্থ্যসেবা মার্কেট এই উদ্যোগ থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়। ডায়াবেটিসের হার বৃদ্ধির সাথে সাথে, শহরের চিকিৎসক সম্প্রদায় গ্লাইসেমিক হ্যাপিনেস স্কেলকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত, যা রোগের সাথে সংবেদনশীল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে। স্কেলটি ইতিমধ্যে স্থানীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া অর্জন করেছে যারা রোগীর ফলাফলের উন্নতিতে এর মূল্যের উপর জোর দেয়। ডঃ রেড্ডি'স-এর হেড অফ ইন্ডিয়া বিজনেস সন্দীপ খান্ডেলওয়াল জানিয়েছেন, "আমাদের লক্ষ্য হল ভারতকে ডায়াবেটিস ক্যাপিটাল থেকে বিশ্বের ডায়াবেটিস কেয়ার ক্যাপিটালে রূপান্তর করা।" রেকর্ড-সেটিং মোজাইক, স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের প্রতিক্রিয়া থেকে তৈরি, এই প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ হিসাবে কাজ করে।

৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে "ক্রাফ্টেড বাই ভারত"-এর অষ্টম সংস্করণ শুরু করেছে ফ্লিপকার্ট

শিলিগুড়ি: ফ্লিপকার্ট, ভারতের ই-কমার্স জায়ান্ট, দেশের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তার অষ্টম "ক্রাফ্টেড বাই ভারত" সমর্থ বিক্রয় ইভেন্টের ঘোষণা করেছে, এটি ১৫ই আগস্টে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ফ্লিপকার্টের এই সমর্থ ইভেন্টটি বছরে দু'বার অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে লক্ষ লক্ষ কারিগর, তাঁতি, সরকারী সংস্থা, এনজিও, এলজিবিটিকিউ+ সম্প্রদায়, গ্রামীণ উদ্যোক্তা এবং মহিলা উদ্যোক্তারা প্রায় ২৫,০০০ টিরও বেশি হস্তশিল্প পণ্যের সাথে ভারতের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। এখানে কাঠের শিল্প, ধাতু-কাস্টিং আর্ট এবং ঐতিহ্যবাহী আসবাবপত্রের মতো ১০০ টিরও বেশি ঐতিহ্যবাহী শিল্পের ফর্মগুলি প্রদর্শিত হয়। ফ্লিপকার্ট-এর এই ইভেন্টে আগ্রা, জয়পুর, লক্ষ্ণৌ, সাহারানপুর, সুরাট এবং বারাণসীর মতো শহর ও শহরতলি অঞ্চলের এমএসএমই-গুলিকে সংস্থান

সরবরাহ করবে। অংশগ্রহণকারী কারিগরদের দৃশ্যমানতা এবং আবিষ্কারযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য কোম্পানি ক্রমাগত প্ল্যাটফর্মের আপগ্রেড করে চলেছে। ২০১৯ সালে চালু হওয়া এই ফ্লিপকার্ট সামর্থ হল একটি দেশব্যাপী উদ্যোগ যার লক্ষ্য এমএসএমই, কারিগর এবং সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়গুলিকে উন্নত জীবনযাপনের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রদান করা। এই উদ্যোগটি বিভিন্ন ভারতীয় সংস্থার সাথে কৌশলগত সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সহজতর করা সম্ভব হয়েছে। 'ক্রাফ্টেড বাই ভারত'-এর অষ্টম সংস্করণ সম্পর্কে মন্তব্য করে ফ্লিপকার্ট গ্রুপ-এর চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার রজনীশ কুমার বলেছেন, "আমরা ফ্লিপকার্টে ভারতের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে '"ক্রাফ্টেড বাই ভারত"-এর অষ্টম সংস্করণ চালু করেছি। ইভেন্টটি স্থানীয় হস্তশিল্পের প্রচার করে এবং সমর্থ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এমএসএমই-কে সমর্থন করে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের লক্ষ্য হল বিক্রেতাদের ডিজিটাল মার্কেটপ্লেসে উন্নতির জন্য ক্ষমতায়ন করা এবং তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটানো।"

শিলিগুড়িতে প্রথম হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিক নিয়ে ডঃ বাত্রা'স® হেলথকেয়ার

শিলিগুড়ি: ডাঃ বাত্রা'স® হেলথকেয়ার, হোমিওপ্যাথিক ক্লিনিকে বিশ্বের বৃহত্তম চেইন, পশ্চিমবঙ্গকে ১১ তম অবস্থান হিসেবে চিহ্নিত করে শিলিগুড়িতে তার প্রথম ক্লিনিক চালু করার কথা ঘোষণা করতে পেরে গর্বিত। ক্লিনিকটি উদ্বোধন করেন মিসেস আনা তামাং, ইনফ্লুয়েন্সার ও ভিডিও ক্রিয়েটর, এবং শ্রী সঞ্জয় মুখার্জি, ডঃ বাত্রা'স® গ্রুপ অফ কোম্পানিজের গ্রুপ সিইও।

এই নতুন ক্লিনিকটি শিলিগুড়ির জনগণের জন্য ওয়েট ম্যানেজমেন্ট, থাইরয়েডের যত্ন, ট্রাইকোলজি এবং আরও অনেক রোগের হোমিওপ্যাথিক পরিষেবার সুযোগ নিয়ে আসে। ক্লিনিকটি হোমিওপ্যাথিকে লেটেস্ট আন্তর্জাতিক প্রযুক্তির সঙ্গে একত্রিত করে, যেমন এক্সওজেন, এক্সোসোম-ভিত্তিক লক্ষ্যযুক্ত চুলের চিকিৎসা এবং এআই হেয়ার প্রো, কাস্টমাইজড চুলের চিকিৎসার ডিভাইস ইত্যাদি। ডঃ বাত্রা'স-এ সিঙ্গল প্রিক টেস্টে ৪৫ রকম ফুড অ্যালার্জেন ডিটেকশনের ব্যবস্থা রয়েছে। ডঃ বাত্রা'স® হেলথকেয়ার গ্রুপের সিইও মিঃ সঞ্জয় মুখার্জি বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হল পার্সোনালাইজড যত্নের মাধ্যমে রোগীর স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা উন্নত করা এবং আমরা এখানেও কমিউনিটির সেবা করার জন্য উন্মুখ।"আমেরিকান কোয়ালিটি অ্যাসেসরদের দ্বারা প্রমাণিত ডঃ বাত্রা'স হেলথকেয়ার ৯১% সাফল্যের হার সহ ১৫ লক্ষেরও বেশি রোগীর সফল চিকিৎসা করেছে। শিলিগুড়িতে ক্লিনিকের সূচনা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রসারণে কোম্পানির প্রতিশ্রুতির একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করে। লঞ্চ অফার হিসেবে, ডঃ বাত্রা'স® সীমিত সময়ের জন্য রেজিস্ট্রেশনের উপর ২৫% ছাড় দিচ্ছে। শিলিগুড়িতে ঠিকানা: ডঃ বাত্রা'স® হেলথকেয়ার, সি/ও সঞ্জয় আচালিয়া, বসন্ত বিহার কমপ্লেক্স, ডন বস্কো রোড, সেবক আরডি, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০১।

গোঁসাইপুরে "কানহা কিয়া"-র প্রিমিয়ার শোরুম

গোঁসাইপুর: আমরা এই অঞ্চলে কিয়া মোটরস-এর নতুন এবং বৃহত্তম অটোমোবাইল শোরুম "কানহা কিয়া"-র গ্র্যান্ড ওপেনিং ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত। কানহা কিয়া অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিজে শ্রেষ্ঠত্ব এবং উদ্ভাবনের প্রতি কিয়ার প্রতিশ্রুতির একটি প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের শোরুমে কিয়া গাড়ির সম্পূর্ণ পরিসরের প্রদর্শনী থাকবে, যার মধ্যে লেটেস্ট মডেল এবং ভেরিয়েন্টও রয়েছে, যা অটোমোবাইলের সবরকম চাহিদা এবং পছন্দকে পূরণ করবে। আপনি আড়ম্বরপূর্ণ সেডান খুঁজছেন বা শক্তিশালী

এসইউভি বা আধুনিক বৈদ্যুতিক যান, যাই চাইছেন না কেন, সকলের জন্যই কানহা কিয়ায় কিছু না কিছু রয়েছে। গাড়ির বিস্তৃত নির্বাচনের পাশাপাশি, কানহা কিয়া অতুলনীয় গ্রাহক পরিষেবা প্রদানের জন্য নিবেদিত। আপনার কিয়া অভিজ্ঞতার প্রতিটি দিক যেন অত্যন্ত যত্ন এবং পেশাদারিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করা হয় তা নিশ্চিত করতে আমাদের শোরুমে ব্যাপক বিক্রয় এবং পরিষেবা সুবিধা রয়েছে।

Kylaq নামকরন স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার

শিলিগুড়ি: স্কোডা অটো ইন্ডিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে তার আসন্ন কমপ্যাক্ট SUV 'Kylaq' নামকরন করেছে, যা একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তকে চিহ্নিত করেছে কারণ এই নামটি দেশের প্রথম জাতীয় 'নেম ইয়োর স্কোডা' প্রচারাভিযানের মাধ্যমে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এই উদ্যোগটি ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয়েছিল যেখানে ২০০,০০০-এরও বেশি অংশগ্রহণকারীকে নিযুক্ত করেছিল, যা ব্র্যান্ডের প্রধান লঞ্চে একটি শক্তিশালী জনস্বার্থ এবং সম্পৃক্ততাকে প্রতিফলিত করে। Kylaq ১০ জন ফাইনালিস্টের সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে আবির্ভূত হয়েছে এবং 'কে' দিয়ে শুরু হওয়া এবং 'কিউ' দিয়ে শেষ হওয়া নাম ব্যবহার করার ঐতিহ্যের সাথে সারিবদ্ধ হয়েছে। স্বচ্ছতা এবং শক্তি, SUV-এর আদিম গুণাবলিকে মূর্ত করে। গুয়াহাটিতে ঘোষণাটি অটোমোটিভ মার্কেটে উল্লেখযোগ্য উত্তেজনা তৈরি করেছে। গুয়াহাটির প্রতিক্রিয়া কমপ্যাক্ট SUV-তে ক্রমবর্ধমান আগ্রহকে প্রতিফলিত করে, যানবাহন ব্যক্তিগতকরণ এবং নামকরণে ভোক্তাদের সম্পৃক্ততার জাতীয় প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। MQB-A0-IN প্ল্যাটফর্মে নির্মিত Kylaq, ২০২৫ সালে ভারতে আত্মপ্রকাশ করবে, বহুমুখিতা, নিরাপত্তা এবং উন্নত ডিজাইনের মিশ্রণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর, পেটার জেনেবা, জানিয়েছেন, "গ্রাহকদের মধ্যে মালিকানা এবং সংযোগের বোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে ক্যাম্পেইনের সাফল্যের উপর জোর দিয়েছেন। 'Kylaq' ভারতে আমাদের যাত্রার একটি মাইলফলককে প্রতিনিধিত্ব করে এবং জনসাধারণের সাথে যে স্কোডার গভীর সম্পর্ক রয়েছে তা তুলে ধরেছেন।"

পশ্চিমবঙ্গে বীমা অনুপ্রবেশ বাড়াতে টাটা এআইএ'র উদ্যোগ

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে বীমা সচেতনতা এবং বীমার অনুপ্রবেশ বৃদ্ধির জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করছে টাটা এআইএ লাইফ ইন্স্যুরেন্স। তারা এজন্য আইআরডিএআই-এর '২০৪৭ সালের মধ্যে সকলের জন্য বীমা' দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজে নেমেছে। এরাজ্যের শীর্ষস্থানীয় বীমাকারী হিসেবে টাটা এআইএ সম্ভাব্য গ্রাহকদের বীমার আওতাভুক্ত করতে ও জীবন বীমার সুবিধাবলী বিষয়ে তাদের অবহিত করার জন্য নানা কৌশলী উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

টাটা এআইএ'র প্রধান উদ্যোগগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে - (১) ক্যারিয়ার সুযোগ উপস্থাপনা: টাটা এআইএ শিলিগুড়ি ও কৃষ্ণনগরে জীবন বীমা উপদেষ্টা নিয়োগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল, যাতে প্রায় ৭০ জন অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতি ছিল। (২) বীমারথ: এটি হল ইন্ডাসইন্ড ব্যাংকের সহযোগিতায় পরিচালিত একটি বিশেষ অন-গ্রাউন্ড উদ্যোগ, যার সঙ্গে ৫,০০০-এরও বেশি সম্ভাব্য গ্রাহকদের প্রচারমূলক ভ্যানের মাধ্যমে ও আউটরিচ কার্যক্রমে জড়িত করা সম্ভব হয়েছে। (৩) অংশীদারিত্ব: জীবন বীমা সমাধান ও সেগুলির সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ মালদা ও বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সহযোগিতায় আবদ্ধ হয়েছে টাটা এআইএ।

বর্তমানে চালু থাকা উদ্যোগসমূহ: (১) মাসিক বীমা দিবস: জীবন বীমা সম্পর্কে গ্রাহকদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মাসিক অনুষ্ঠান। (২) সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার: স্থানীয় থিম ও আইকন ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গে ২ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে যাওয়া। (৩) কমন সার্ভিস সেন্টার (সিএসসি) নেটওয়ার্ক: গ্রামীণ এলাকায় জীবন বীমা সমাধান পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভিএলই ব্যবহার করা।

উপরোক্ত প্রচেষ্টাগুলির মাধ্যমে টাটা এআইএ সফলভাবে পশ্চিমবঙ্গে তার অনুপ্রবেশ বাড়িয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে এবং ২০২৪ সালের জুলাই পর্যন্ত ১১,০০০ এরও বেশি গ্রাহকের জীবন সুরক্ষিত করতে পেরেছে।

স্টোর ইন্ডাস্ট্রিজে বিপ্লব আনতে ওরিয়েন্টাল ট্রাইমেক্স-এর স্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনা

কলকাতা: ভারতের প্রাকৃতিক পাথরের একটি নেতৃস্থানীয় প্রসেসর এবং ব্যবসায়ী কোম্পানি ওরিয়েন্টাল ট্রাইমেক্স লিমিটেড, পাথর শিল্পে বিপ্লব ঘটানো, এর বাজারে উপস্থিতি প্রসার এবং আর্থিক মাইলফলক অর্জনের লক্ষ্যে কৌশলগত উন্নয়নের একটি সিরিজ ঘোষণা করেছে।

কোম্পানিটি ঋণে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘোষণা করেছে এবং ঋণমুক্ত হওয়ার পথে রয়েছে। উপরন্তু, ওরিয়েন্টাল ট্রাইমেক্স লিমিটেড একটি কাটিং-এজ ওয়্যার-ভিত্তিক গ্যাংসা মেশিন স্থাপনের মাধ্যমে পাথর শিল্পে বিপ্লব ঘটানোর জন্য প্রস্তুত, যা এর পাথর প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা বাড়াবে এবং নির্ভুলতা এবং দক্ষতার এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে।কোম্পানি গ্রেটার নয়ডায় ২১,০০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে শোরুম চালু করার মাধ্যমে বাজারে তার উপস্থিতি প্রসারিত করছে, যেখানে মার্বেল এবং গ্রানাইটের বিস্তৃত পরিসর থাকবে। অধিকন্তু, ওরিয়েন্টাল ট্রাইমেক্স লিমিটেড ওড়িশায় একটি জেট ব্ল্যাক গ্রানাইট কোয়ারি সুরক্ষিত করেছে, যা রাজস্ব এবং লাভের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই কৌশলগত উন্নয়ন কোম্পানির উদ্ভাবন, বৃদ্ধি এবং গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতিশ্রুতিকে দর্শায়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে, ওরিয়েন্টাল ট্রাইমেক্স লিমিটেড বাজারে তার অবস্থান মজবুত করতে এবং আর্থিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে প্রস্তুত।২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ চালু হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে। কোম্পানি রাজস্থান এবং দক্ষিণ ভারতের প্রসেসর থেকে উচ্চ মানের গ্রানাইট সংগ্রহ করবে, যাতে ফ্লোরিং সলিউশনের ব্যাপক পোর্টফোলিও নিশ্চিত করা যায়। আসন্ন জেওয়ার বিমানবন্দর এবং গ্রেটার নয়ডায় কল্পিত অ্যারোসিটির কারণে এই শোরুমের অবস্থান বিশেষভাবে কৌশলগত। এই উন্নয়নগুলি এই অঞ্চলে সূচকীয় বৃদ্ধিকে চালিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে, এবং ওটিএল এলাকার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কোম্পানিটি দিল্লিতে একটি নতুন শোরুমের সঙ্গে তার পদচিহ্ন প্রসারিত করার পরিকল্পনা করেছে, একটি রাইট ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের পরে, বাজারে তার অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে। কোম্পানির শেয়ারগুলি বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে (বিএসই) স্ক্রিপ কোড ৫৩২৮১৭ এর অধীনে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

নদিয়ায় বিনিয়োগ সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা সিডিএসএল আইপিএফ-এর

নদিয়া: সিডিএসএল ইনভেস্টর প্রোটেকশন ফান্ড (CDSL IPF) নদিয়ার পুলিশ অফিসারদের জন্য একটি বিনিয়োগ সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করেছে। প্রোগ্রামটি আর্থিক সাক্ষরতার প্রচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজারে তাদের বিনিয়োগের বিষয়ে জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ক্ষমতায়ন করে, পাশাপাশি বিনিয়োগের মূল নীতি আবিষ্কার করে। ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য, এই উদ্যোগে বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষায় অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। বক্তারা পুলিশ অফিসারদের জন্য বিনিয়োগের ধারণাগুলিকে সরলীকৃত করেন, বিনিয়োগের মূল বিষয় এবং ডিপোজিটরির কার্যকারিতার মতো বিষয়গুলিকে কভার করেন। যেহেতু ইনভেস্টর এডুকেশন পুঁজিবাজারে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি অর্জনে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে, তাই সিডিএসএল আইপিএফ বিনিয়োগকারীদের পুঁজিবাজারের জটিলতাগুলিকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নেভিগেট করতে এবং #আত্মনির্ভরনিবেশক হওয়ার প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদানের লক্ষ্য রাখে। আর্থিক সাক্ষরতা ছড়িয়ে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সিডিএসএল আইপিএফ এই বছর দেশব্যাপী আরও বিনিয়োগকারী সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করবে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে, সিডিএসএল আইপিএফ ইংরেজি, হিন্দি এবং অন্যান্য ১৬টি ভারতীয় ভাষায় ২৩৪৫টি আইএপি পরিচালনা করেছে যা ভারত জুড়ে ১.৪৫ লক্ষ্যেরও বেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে পৌঁছেছে।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে টাটা টি প্রিমিয়ামের প্রয়াস

আসানসোল: টাটা টি প্রিমিয়াম-দেশ কি চাই, টাটার ফ্ল্যাগশিপ চা ব্র্যান্ড, স্বাধীনতা দিবসে একটি সীমিত সংস্করণের আঞ্চলিক শিল্প-অনুপ্রাণিত '#DeshKaGarv - প্রদেশ কি কালা' ক্যাম্পেইন নিয়ে আবারও ফিরে এসেছে। এই ক্যাম্পেইনটি কলকাতার প্রথম মেট্রো লাইন এবং কাঁথা এমব্রয়ডারি চালু সহ ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর যাত্রা উদযাপন করে। প্রতিটি সেটকে একটি অনন্য আঞ্চলিক শিল্প শৈলীতে চিত্রিত করা হয়েছে, যা ভারতের অনন্য ইতিহাসের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভারতীয়দের মধ্যে জাতিয়তাবোধের গর্ব জাগিয়ে তোলে এবং আঞ্চলিক গৌরব উদযাপন করে। টাটা টি, ১৯৮০ -এর দশকে কলকাতায় ভারতের প্রথম মেট্রো লাইনের সূচনাকে উদযাপন করতে এই প্রাণবন্ত কাঁথা এমব্রয়ডারির সাথে শহরের সাংস্কৃতিক ল্যান্ডমার্কগুলিকে প্রদর্শন করেছে এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার সাথে একটি স্তর যোগ করেছে। ভারতীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতির একজন অংশ হয়ে উঠতে www.indiakichai.com -এ ভিজিট করুন, যার ১০০% অর্থ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের খাওয়ার স্পনসর করবে। এই উদ্যোগ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টস-এর প্রেসিডেন্ট - প্যাকেজড বেভারেজ (ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়া), পুনীত দাস জানিয়েছেন, "টাটা টি প্রিমিয়াম স্বাধীনতা দিবসের মাধ্যমে ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং গর্ব উদযাপন করে #DeshKaGarv - প্রদেশ কি কালা সংগ্রহ লঞ্চ করছে। ক্যাম্পেইনটি গ্রাহকদের ইতিহাসের একটি অংশের মালিক হওয়ার পাশাপাশি, বাচ্চাদের মুখে হাসি ফোটানোর সুযোগও দিয়েছে, কারণ এর আয়ের ১০০% দ্য প্লেটেড প্রজেক্টের সহযোগিতায় সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য খাবার স্পনসর করতে ব্যবহার করা হবে।"

সবচেয়ে প্রতীক্ষিত এফটিআরই পরীক্ষার ঘোষণা করেছে ফীটজী (FIITJEE)

কলকাতা: ফীটজী (FIITJEE)– জী এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ভারতের বিশিষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান, এটি FIITJEE ট্যালেন্ট রিওয়ার্ড পরীক্ষা (FTRE) পরিচালনা করতে প্রস্তুত। এই প্রতীক্ষিত পরীক্ষাটির প্রস্তুতির জন্য পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর পড়ুয়ারা বিভিন্ন একাডেমিক সুবিধার সুযোগ পেতে পারবে। এই বছর পরীক্ষাটি একাধিক তারিখে অফলাইন, কম্পিউটার ভিত্তিক (CBT) এবং প্রক্টরড অনলাইন মোডে পরিচালিত হবে। এছাড়াও, পড়ুয়ারা নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী পরীক্ষার তারিখ এবং মোড বেছে নিতে পারবে।

প্রতিষ্ঠানটি এই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় বসার মাধ্যমে পড়ুয়াদের জাতীয় স্তরে দাঁড়ানোর একটি বাস্তবসম্মত ভবিষ্যদ্বাণী প্রদান করে এবং তাদের ত্রুটিগুলি শুধরে দিতে সাহায্য করে। এফটিআরই, পড়ুয়াদের একাডেমিক সম্ভাবনার একটি ৩৬০-ডিগ্রী বিশ্লেষণ অফার করার পাশাপাশি, পিতামাতা এবং শিশুদের জন্য একাডেমিক লক্ষ্য এবং কর্মজীবনের পথ পরিকল্পনা করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

পিতামাতা এবং সন্তানদের তাদের কর্মজীবনের পছন্দ নির্ধারণ করতে তাদের সন্তানের বর্তমান শিক্ষাগত ক্ষমতা, যেমন যোগ্যতা, বোধগম্যতা, বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা এবং সাধারণ আইকিউ চিহ্নিত করা প্রয়োজনীয়। একাদশ শ্রেণিতে সঠিক স্ট্রীম নির্বাচনের জন্য বিষয়ভিত্তিক দক্ষতার প্রাথমিক সনাক্তকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই বিষয়ে ফীটজী-এর ডিরেক্টর আর এল ত্রিখা জানিয়েছেন, "একজন পড়ুয়ার একাডেমিক সম্ভাবনার মূল্যায়ন করা এবং তাদের অসাধারণ বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফীটজী (FIITJEE) তে যোগদানের বিষয়ে বিবেচনা করার জন্য আমি সকল পড়ুয়াদের পরামর্শ দিয়েছি। কারণ, এটি প্রচুর প্রারম্ভিক যোগদানের একাডেমিক সুবিধা এবং একটি উচ্চতর, সর্বোত্তমভাবে ডিজাইন করা শিক্ষার পরিবেশে অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করে।"

পাবলিক ইস্যু থেকে ফান্ড সংগ্রহ করতে চলেছে এরন কম্পোজিট লিমিটেড

কলকাতা: এরন কম্পোজিট লিমিটেড, ফাইবার গ্লাস রিইনফোর্সড পলিমার পণ্যের একটি বিশিষ্ট প্রস্তুতকারক এবং সরবরাহকারী সংস্থা, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (NSE) ইমারজ প্ল্যাটফর্মে তার এসএমই পাবলিক ইস্যু থেকে ৫৬.১০ কোটি টাকা সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করেছে। এই আয়গুলি গুজরাটের মেহসানায় একটি উৎপাদন ইউনিটের জন্য মূলধন ব্যয়ের ফান্ডিং করবে, হেম সিকিউরিটিজ লিমিটেড বুক রানিং লিড ম্যানেজার হিসাবে। কোম্পানির আইপিও ২৮ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত খোলা থাকবে। এর ইস্যু মূল্য হল ১২১-১২৫ টাকা শেয়ার প্রতি, যার ইস্যু আকার ৪৪.৮৮ লক্ষ শেয়ার এবং ১০০০ শেয়ারের লট আকার। খুচরা বিনিয়োগকারীরা শেয়ার প্রতি ১২৫ টাকার উপরের প্রাইস ব্যান্ডে ন্যূনতম ১,২৫,০০০ টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন। তবে এর আইপিও-তে খুচরা বিনিয়োগকারী কোটা ৩৫%, এইচএনআই কোটা ১৫%, এবং কিউআইবি অংশ ৫০%। এরন কম্পোজিট লিমিটেড, ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত, শিল্প অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ফাইবার গ্লাস রিইনফোর্স পলিমার পণ্য (FRP) তৈরি করে এবং সরবরাহ করে। কোম্পানি ধারণাগত নকশা, প্রোটোটাইপ উন্নয়ন, পরীক্ষা, উৎপাদন, লজিস্টিক সহায়তা, ইনস্টলেশন, এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবা সহ ব্যাপক সমাধান সরবরাহ করে। এর ইস্যু মূল্য ২৮ আগস্ট থেকে প্রতি ইক্যুইটি শেয়ার ১২১-১২৫ টাকা। আহমেদাবাদের সাকেত ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে অবস্থিত কোম্পানিটির এফআরপি পাল্ট্রুড পণ্য, হ্যান্ড্রেল, ক্যাবল ট্রে, বেড়া, মোল্ডেড গ্রেটিং, ক্রস আর্ম, খুঁটি, রড এবং সোলার প্যানেল রপ্তানির জন্য মডিউল মাউন্টিং স্ট্রাকচারের জন্য একটি আইএসও সুবিধা রয়েছে। কোম্পানিটি ২৩-২৪ অর্থবছরে ৯.৪২ কোটি টাকা এবং ২২-২৩ অর্থবছরে ৬.৬১ কোটি রুপি নিট মুনাফা সহ বছরের পর বছর ধরে রাজস্ব এবং লাভের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখিয়েছে। এই বছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত, কোম্পানির মোট মূল্য ৩৪.৭৮ কোটি টাকা, যার আরওই ৩১.৩৩%, আরওসিই ২৯.৬৭% এবং আরএনডব্লিউ ২৭.০৯%।